মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৪৩২

পর্ব-২২: পোশাক-পরিচ্ছদ (كتاب اللباس)

পরিচ্ছেদঃ ৩. প্রথম অনুচ্ছেদ - চুল আঁচড়ানো

بَابُ التَّرَجُّلِ

আরবী

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ حَقٌّ» وَنَهَى عَن الوشم. رَوَاهُ الْبُخَارِيّ

বাংলা

৪৪৩২-[১৪] আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বদনযর লাগা সত্য এবং তিনি অঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : বুখারী ৫৭৪০, ৫৯৪৪; সহীহ ইবনু হিব্বান ৫৫০৩, মুসনাদে আহমাদ ৮২৪৫, মুসান্নাফ ‘আব্দুর রায্যাক ১৯৭৭৮, ইবনু মাজাহ ৩৫০৮, সিলসিলাতুস্ সহীহাহ্ ৭৮১, ১২৪৮; আবূ দাঊদ ৩৫০৬, ৩৫০৭।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যাঃ الْعَيْنُ حَقٌّ চোখ লাগা সত্য। অর্থাৎ অনেক সময় কেউ কোন বস্তু বা ব্যক্তির দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্য ইত্যাদি দেখে আশ্চর্য হয়। আশ্চর্য হয়ে তাকানোর কারণে তার চোখের প্রভাব সেই ব্যক্তি বা বস্তুর উপর পড়ে। অনেক মানুষের এই তাকানো সেই ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষতি সাধন করে। চোখের প্রভাবে এই ক্ষতি বা বদনযরের ব্যাপারটি সত্য এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে আমাদেরকে জানাচ্ছেন ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ ‘আলিম হাদীসের বাহ্যিক অর্থই গ্রহণ করেছেন এবং তারা বলেছেনঃ চোখের প্রভাব সত্য। তবে বিষয়টি বাহ্যত যুক্তি বিরোধ হওয়ার কারণে কেউ কেউ এটাকে অস্বীকার করেন। তবে শারী‘আতে প্রমাণিত বিষয় কেবল যুক্তিবিরোধ হওয়ার কারণে তা অস্বীকারের কোন সুযোগ নেই। শারী‘আতে কোনকিছু ঘটার খবর দিলে তা বিশ্বাস করা অপরিহার্য এবং তা মিথ্যা আখ্যায়িত করা জায়িয নয়। শারী‘আহ্ কর্তৃক প্রমাণিত এ বিষয়টি অস্বীকার

এবং মিথ্যা আখ্যায়িত করা এবং শারী'আহ্ আখিরাতের ব্যাপারে যে সংবাদ দিয়েছে তা অস্বীকার করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই?

তবে প্রকৃতিবাদী অনেকেই হাদীসে বর্ণিত চোখের প্রভাবের বিষয়টি প্রমাণ করেন। তারা বলেনঃ দৃষ্টিদানকারীর চোখে একটি বিষাক্ত শক্তি (এসিড) রয়েছে যা তাকানো ব্যক্তির চোখ থেকে উৎসারিত হয় এবং সেটি গিয়ে যার দিকে তাকায় তার ক্ষতি সাধন করে। তারা বলেন, এটি অসম্ভব কিছু নয়। যেমন সাপ বিচ্ছুর চোখ থেকে উৎসারিত বিষাক্ত শক্তি দংশিত ব্যক্তিকে আক্রান্ত করে, যার ফলে সে মারা যায়। যদিও তা আমাদের অনুভূতির বাহিরে। এভাবেই মানুষের চোখের প্রভাব প্রকাশ পায়।

আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মত হলো, নিশ্চয় বদনযরকারী ব্যক্তি তাকানোর সময় তার চোখ আল্লাহ তা'আলারই হুকুমে অন্য কারো ক্ষতি করে বা তাকে ধ্বংস করে। এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের সময় আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষতি সৃষ্টি করে দেন। যে কোন রূপে আল্লাহ তা'আলা তা পৌঁছাতে পারেন। এই হলো এ বিষয়ের 'আক্বীদাগত দিক। যার সারসংক্ষেপ ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনা থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এরপর ইমাম নাবাবী বদনযরের মাসায়িলগত দিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ সংক্ষেপ বদনযরের ফিকহী দিক হলো,

যদি কেউ বদনযরে আক্রান্ত হয় তবে এ থেকে পরিত্রাণের জন্য শারী'আত উযূর নির্দেশ দিয়েছে। যেমন সাহল ইবনু হুনায়ফ-এর হাদীসে রয়েছে, তিনি যখন বদনযরে আক্রান্ত হন তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদনযরকারীকে উযূর নির্দেশ দেন। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুওয়াত্ত্বা'য় এ হাদীস বর্ণনা করেন। 'উলামাদের কাছে বদনযরকারীর উযূর নিয়ম হলো, একটি পাত্রে পানি নিয়ে আসবে, পাত্রটি জমিনে রাখা যাবে না, এই পাত্র থেকে এক আজল পানি নিবে এবং কুলি করবে, তার কুলির পানি পাত্রে নিক্ষেপ করবে, এরপর পাত্র থেকে পানি নিয়ে তার চেহারা ধৌত করবে, এরপর বাম হাতে পানি নিয়ে ডান হাতের আঙ্গুলসহ তালু ধৌত করবে, এরপর ডান হাত দিয়ে পানি নিয়ে বাম হাতের কনুই ধৌত করবে। কনুই ও তালুর মধ্যবর্তী স্থান ধৌত করবে না। এরপর ডান পা এরপর বাম পা হাতের নিয়মে ধৌত করবে। সবই পাত্রের ভিতরে হবে। এরপর লুঙ্গির ভিতরের কোমরের ডান পার্শ্ব ধৌত করবে। কেউ কেউ মনে করেন, লুঙ্গির ভিতর বলে লজ্জাস্থানের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে জামহূরের মতো যা আমরা উল্লেখ করেছি। এটা পুরা হয়ে গেলে এই পানি আক্রান্ত ব্যক্তির মাথার উপর পিছন থেকে ঢালবে।

এ কাজের মর্মের কারণ বর্ণনা বা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। আর মানুষের বুদ্ধির এ সামর্থ্যও নেই যে, শারী'আতের সব রহস্য সম্পর্কে সে অবগত হতে পারে। অতএব এর মর্ম কেবল যুক্তি বহির্ভূত বলে প্রত্যাহার করা যাবে না। (শারহুন নাবাবী ১৪শ খন্ড, হাঃ ২১৮৭)

(وَنَهٰى عَنِ الوشم) অর্থাৎ আর তিনি الوشم তথা উল্কি আঁকা থেকে নিষেধ করেন। ইতোপূর্বে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাই পুনারাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি বর্ণনাকারীঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=75156

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন